পলিসি ব্রিফ

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৪৮

এপ্রিল ২০১৭

ভূমিকা

সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ের ওপর যে সুশাসন অনুঘটক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তারই অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাকে উন্নত, টেকসই, দক্ষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২০ মার্চ 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাম্প্রতিককালে সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যেগুলো অনেকক্ষেত্রেই ২০১৪ সালের উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ কার্যকর করা, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ প্রণয়ন ও কার্যকর করা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। এসব পদক্ষেপের ফলে ভেজাল বা অনিরাপদ খাদ্য প্রতিরোধে ইতিবাচক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নানাবিধ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

গত ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ টিআইবি ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন, বিশেষত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনার পাশাপাশি নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও অর্পিত কার্যাবলী সম্পাদনে চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য টিআইবি কর্তৃক এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১. আইনি কাঠামো ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সম্পর্কিত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.১ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সংশোধন করে ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন এবং নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহনের বিধান করতে হবে	আইন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১.২ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩- এর বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১.৩ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর বিধি-বিধান সম্পর্কে তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণাসহ খাদ্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে অ্যাডভোকেসি করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থা

২. প্রশাসনিক ও তদারকি সংক্রান্ত

নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ১২টি অধিদপ্তর/বিভাগ নিয়োজিত রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয়:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সকল পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে	খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
২.২ নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে কাজের দ্বৈততা পরিহার ও কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করতে তাদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
২.৩ কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বিদ্যমান ফাঁকা পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করতে হবে এবং তাদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
২.৪ স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২.৫ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ তাদেরকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.৬ খাদ্যে ভেজাল রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজে পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, পুলিশ বিভাগ, র‍্যাব, জেলা প্রশাসন
২.৭ খাদ্য তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
২.৮ জেলা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রমকে সক্রিয় করা এবং আইনে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

৩. খাদ্য পরীক্ষাগার ব্যবস্থা সংক্রান্ত

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অধীনে পরীক্ষাগারগুলোর সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে করণীয়:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.১ খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর (পিএইচএল, পিএইচএফএল) অ্যাসিস্টেন্ট অ্যানালিস্ট ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি) এই পদ দু'টিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে রসায়ন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে	পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩.২ পরীক্ষাগারগুলোতে (পিএইচএল, পিএইচএফএল এবং বিএসটিআই-এর বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগার) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরীক্ষার (যেমন: কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টক্সিনের উপস্থিতি) জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রিএজেন্টস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে	পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
৩.৩ পরীক্ষাগারগুলোর টেকনিশিয়ানদের খাদ্যের মান পরীক্ষার সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩.৪ পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরুপণে পরীক্ষাগারগুলোতে আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিংয়ের ব্যবস্থা ও এক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে	পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৩.৫ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতা যাচাইপূর্বক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

৪. শুদ্ধাচার ও প্রতিরোধমূলক

খাদ্যের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রমের ঘাটতি এবং এক্ষেত্রে অংশীজনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমঝোতামূলক দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় করণীয়:

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১ খাদ্যের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে	তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪.২ মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কর্মরত পরিদর্শকদের জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪.৩ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পথ নাটক, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচিত্র, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি ব্যবহার ও বিতরণ করা যেতে পারে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজন, নাগরিক সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh